গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি অর্থনীতি গবেষণা (এইআর) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ওয়েব সাইটঃ www.moa.gov.bd

নং কৃষি/এইআর/৫৯৯/২০০৯/৬৮৮ তারিখঃ ০২ আগষ্ট ২০০৯ খ্রিঃ
১৮ শ্রাবণ ১৪১৬ বঃ

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা ঃ ২০০৯

১। সার ডিলার সংখ্যা ও এলাকা

১.১ ইউনিয়নভিত্তিক সার ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে বিতরণ ব্যবস্থা কৃষক বান্ধব করাই এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। ইউনিয়নই হবে সার বিতরণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি ইউনিয়নে ১ জন করে ডিলার নিয়োগ করা হবে।

১.২ তবে, পুরাতন ডিলার সমন্বয়ের প্রয়োজনে বা সরকার প্রয়োজন মনে করলে চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্যও ডিলার নিয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া যেসব পৌরসভায় যথেষ্ট পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে ঐ সব পৌরসভার প্রতিটির জন্য ১জন করে ডিলার নিয়োগ করা যাবে। ।

১.৩ ইউনিয়ন/পৌরসভার নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের সহজতর সুবিধাজনক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাসিন্দা পরবর্তী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবেন। জেলার বাসিন্দা সর্বশেষ অগ্রাধিকার পাবেন তবে জেলার বাইরের কোন বাসিন্দাকে ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

১.৪ সাধারণভাবে ইউনিয়ন/ পৌরসভা ব্যতীত পুলিশ/ মেট্রোপলিটন থানায় কোন ডিলার নিয়োগ দেয়া যাবে না। পুলিশ/ মেট্রোপলিটন থানায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলী জমি থাকলে এবং একান্তই ডিলার নিয়োগ যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন হলে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

২। ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২.১ নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি স্থানীয়/জেলাস্থ/জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.২ এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণএর কার্যালয়, উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিস, উপজেলা বিআরডিবি অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৩ আবেদন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

৩। ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা

৩.১ তাঁকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/উপজেলার/জেলার বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ইউনিয়ন/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৩.২ নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় বিক্রয়কেন্দ্রসহ কমপক্ষে ৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম থাকতে হবে ।

৩.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য গুদামটির ভিটি উঁচু ও পাকা থাকতে হবে ।

৩.৪ আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসাবে তাঁর কমপক্ষে ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকার ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ থাকতে হবে ।

৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে ।

৩.৬ আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে ।

৩.৭ ইতোপূর্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কারও সার ডিলারশীপ বাতিল হয়ে থাকলে তিনি আবেদনের অযোগ্য হবেন।

৪। আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত

৪.১ আবেদনকারীকে নিজস্ব প্যাডে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে ।

৪.২ আবেদনপত্রের সংগে জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এস এস সি/সমমানের পরীক্ষার সনদ, সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি (৪ কপি), ট্রেড-লাইসেন্সের কপি, দোকান/ গুদামের মালিকানার দলিলাদি অথবা ভাড়া চুক্তিনামার কপি এবং ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদের কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রথম শ্রেণীর একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন করে দাখিল করতে হবে।

৪.৩ ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারীর ব্যবসার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ও তার বিবরণ (প্রমাণাদিসহ) দাখিল করতে হবে।

৪.৪ আবেদনপত্রের সংগে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকার পোস্টাল অর্ডার/ পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে।

৪.৫ একই সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (সভাপতি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি) বরাবরে আর্নেস্টমানি বাবদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনরূপ তথ্যগত বা দলিলিক অসত্যতা অথবা সংযোজিত কাগজপত্র ভুয়া বা জাল বলে প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। ফলাফল প্রকাশের পর জেলা প্রশাসক অসফল আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/- টাকা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সফল আবেদনকারীর আর্নেস্টমানি বিসিআইসি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করা হবে।

৫। আবেদনপত্র বাছাই ও ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া

৫.১ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য নতুন করে সার ডিলার নিয়োগের জন্য প্রাপ্ত দরখাস্ত/ আবেদনপত্রগুলো যাচাই বাছাই করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৫.২ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বাছাইকৃত আবেদনপত্র একাধিক হলে নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য ১জন করে সার ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ/প্রস্তাব বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করবে।

অগ্রাধিকার ক্রম

৫.২.১ যদি ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা আবেদন করেন ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন তবে তিনি নির্বাচিত হবেন;

৫.২.২ যদি ইউনিয়নের একাধিক বাসিন্দা আবেদন করেন, তবে যার নিজস্ব গুদাম আছে তিনি নির্বাচিত হবেন। যদি একাধিক আবেদনকারীর নিজস্ব গুদাম থাকে তবে যার গুদামের আয়তন বেশী তিনি

নির্বাচিত হবেন। যদি আবেদনকারী সকলেরই ভাড়া করা গুদাম থাকে অথবা নিজস্ব গুদামের আয়তন একই হয় তবে যার ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধি বেশী তিনি নির্বাচিত হবেন;

৫.২.৩ ইউনিয়নের বাইরের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন থেকে নিকটতম স্থানের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবেন। তাঁরাও নিজস্ব গুদাম, নিজস্ব গুদামের আয়তন, ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধি ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবেন;

৫.২.৪ উপরোক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করেও যদি সমযোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক আবেদনকারী থাকে তবে লটারীর মাধ্যমে কমিটি ১ জনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে।

৫.৩ বিসিআইসি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৪ উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতিত অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ হস্তান্তর যোগ্য হবে না।

৬। জামানত ও চুক্তি সম্পাদন

৬.১ প্রত্যেক সফল আবেদনকারী স্থায়ী জামানত জমা প্রদানের বিষয় অবহিত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে তফসিলী ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত পে-অর্ডার/ ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে বিসিআইসি'র অনুকুলে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা জমা দিবেন। জামানত প্রাপ্তির পর ডিলারশীপ চুক্তি সম্পাদন করা হবে। তবে নির্দিষ্ট ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জামানত বাবদ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬.২ সারের ডিলার হিসাবে মনোনয়ন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ডিলার বিসিআইসি কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ১৫০/−(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি অংগীকারনামা প্রদান করবেন।

৬.৩ ডিলারশীপ প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোন প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে ডিলারশীপ বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত সমূদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারবে।

৭। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি জেলায় ইউরিয়া সারসহ অন্যান্য সারের সরবরাহ, উত্তোলন/গুদামজাতকরণ, বিক্রয়, মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সার ডিলার বাছাই, ডিলারদের কার্যকলাপ মূল্যায়ণ অর্থাৎ সার্বিক সার পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠিত হবে :

●	**জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ**		**উপদেষ্টা**
১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩.	জেলাধীন সকল উপজেলা চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৪.	জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সদস্য
৫.	জেলা পশুসম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৬.	জেলা মৎস্য অফিসার	-	সদস্য
৭.	যুগ্ম-পরিচালক (সার) বিএডিসি	-	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক (বীজ) বিএডিসি	-	সদস্য
৯.	জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি		সদস্য

১২.	জেলা সমবায় অফিসার		সদস্য
১৩.	সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব	ঃ	সদস্য
১৪.	জেলা চেম্বার অব কমার্স বা ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫.	বিডিআর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	-	সদস্য
১৬.	বিএফএ-এর প্রতিনিধিঃ২(দুই) জন	-	সদস্য
১৭.	কমিটি মনোনীত দুইজন কৃষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ	-	সদস্য-সচিব

জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। ডিলার নিয়োগ, গুটি ইউরিয়া, মিশ্র (এনপিকেএস) ও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বরাদ্দকৃত সারসহ জেলার সার্বিক সার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি অর্থাৎ সরবরাহ, উত্তোলন ও আগমনী নিশ্চিতকরণ, প্রত্যয়ণপত্র প্রদান, ইউনিয়ন/পৌরসভার সংশ্লিষ্ট গুদামে গুদামজাতকরণ পর্যবেক্ষণ, বিক্রয় ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ডিলারশীপ কার্যক্রম মূল্যায়ণ ইত্যাদি কাজ করা। তদুপরি সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিএডিসি'র নিকট প্রেরণ করা।

২। প্রতিটি উপজেলার জন্য সারের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা।

৩। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য নিযুক্ত সার ডিলারদের পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট - ক)** মাসিক একীভূত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করা।

৪। উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার কারখানা/ বাফার গুদাম/মোকাম হতে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক সম্পূর্ণ সার বা তার অংশবিশেষ নিজস্ব ইউনিয়ন/ পৌরসভার নিজ মালিকানা/ ভাড়ায় নির্ধারিত গুদামে না নিয়ে মিল গেটে/ বাফার গুদামের বাইরে বা পথিমধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সহ ডিলার চুক্তিনামার শর্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রস্তাব বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করা।

৫। জেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন (সময়সহ) প্রতি সপ্তাহান্তে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

৬। সার সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত চালান এবং বিতরণ কার্যক্রমের ভিত্তিতে জেলা মনিটরিং কমিটি সুষ্ঠু বিতরণের কার্যক্রম মনিটরিং করা।

৭। সার সরবরাহ ও মজুদে কোন উপজেলায় ঘাটতির কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃউপজেলায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও চাহিদা মোতাবেক পুনঃবরাদ্দ করা ।

৮। কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার নিমিত্ত বা সার বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৯। কোন ডিলারের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তার ডিলারশীপ নবায়ন না করার জন্য বিসিআইসিঃকে অবহিত করা।

১০। ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে বিসিআইসি থেকে এবং নন-ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা না হলে উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা। তবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোন অবস্থাতেই জেলার কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ/উপ-বরাদ্দ করতে পারবে না।

১১। কমিটির বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারী করবেন।

৮। **উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি**

উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার ও বীজ পরিস্থিতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠিত হবে :-

•	**সংশ্লিষ্ট উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য**		**উপদেষ্টা**
•	**উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়**		উপদেষ্টা
১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২.	উপজেলা পশুসম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৩.	উপজেলা মৎস্য অফিসার	-	সদস্য
৪.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫.	উপজেলা সমবায় অফিসার	-	সদস্য
৬.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭.	উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৮.	বিএডিসি'র উপজেলাস্থ বীজ/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	বিএফএ-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	বিডিআর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী উপজেলার জন্য)	-	সদস্য
১১.	উপজেলা পরিষদ মনোনিত একজন কৃষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব	-	সদস্য
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য-সচিব

উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি

১। ডিলার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করা।

২। ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব তৈরী করা।

৩। ইউনিয়ন/পৌরসভার আবাদযোগ্য ফসলভিত্তিক জমির ভিত্তিতে প্রণীত সারের চাহিদা যাচাই করা।

৪। ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত সার ইউনিয়ন/ পৌরসভার পর্যায়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

৫। জেলা মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চাষী/কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৬। খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনকারীদের অনুকূলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা (আইডি কার্ডের নমুনা পরিশিষ্ট-খ)।

৭। খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তি করা। এ ক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৮। খুচরা বিক্রেতা কোন ডিলারের নিকট থেকে, কি পরিমাণ সার, কবে, ক্রয় করেছে তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা মনিটরিং করা (রেজিষ্টারের নমুনা ছক পরিশিষ্ট-গ)।

৯। সারের অপপ্রয়োগ/ অপব্যবহার রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা।

১১। উপজেলাধীন গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারীদের কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন করা এবং ডিলারদের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত গুটি ইউরিয়া সার কৃষকদের মাঝে বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১২। ডিলারদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ণ করা এবং ডিলারদের কার্যক্রমে কোন ব্যর্থতা/ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে ডিলারশীপ চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করা।

১৩। উপজেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন (সময়সহ) প্রতি সপ্তাহান্তে ইউনিয়নসমূহ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১৪। সার সরবরাহ ও মজুদে কোন ইউনিয়নে ঘাটতির কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃইউনিয়ন স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ।

১৫। উপজেলাস্থ ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য থাকলে বছরের শুরুতেই মাসভিত্তিক (১২ মাসের) ইউনিয়ন সমূহের সারের চাহিদা বা চাহিদার অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া।

১৬। কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার জন্য স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৭। কমিটির বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারী করবেন।

৯। <u>সার উত্তোলনের পদ্ধতি</u>

৯.১ উপজেলায় নিয়োজিত সকল ডিলারকে সমানুপাতিক সার বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকলে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সমগ্র বছরের মাসভিত্তিক বরাদ্দের অনুপাত নির্ধারণ করে দিতে পারবে। সাধারণভাবে সে অনুযায়ী উপজেলা কৃষি অফিস বরাদ্দ পত্র জারী করবে।

৯.২ সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/বেসরকারী আমদানিকারক সার সরবরাহের চালানের একটি অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবে।

৯.৩ যে কোন জেলায় সার পরিবহনের সুবিধার্থে নিকটতম কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৪ যে সমস্ত জেলায় বাফার গুদাম নেই, সেখানে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জেলায় একটি করে নতুন বাফার গুদাম জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিসিআইসি বাফার গুদাম স্থাপন করবে। এ বাফার গুদাম থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার সরবরাহ করা হবে। কারখানায় উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সার সরাসরি বাফার গুদামে গুদামজাত করতে হবে। তবে, বাফার গুদাম না হওয়া পর্যন্ত (নির্মাণ বা ভাড়ায়) ৯.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯.৫ ইউনিয়ন/পৌরসভার চাহিদা অনুসারে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতিত উত্তোলিত সার অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার ডিলার নিজেই উত্তোলন করবেন অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন; সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

৯.৬ প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত সার নির্ধারিত মূল্য জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানা/ বাফার গুদাম/মোকাম হতে যথাসময়ে উত্তোলন করে স্ব স্ব ইউনিয়ন/পৌরসভায় পৌছানো নিশ্চিত করবেন।

৯.৭ সার স্ব স্ব এলাকায় পৌঁছানোর পরই ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসে বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মনোনীত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট সারের আগমনী বার্তা (Arrival Report) প্রদান করবেন এবং এর একটি অনুলিপি ইউনিয়ন ট্যাগ অফিসার বরাবরে প্রেরণ করবেন। উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার গুদাম পরিদর্শন পূর্বক ডিলার রেজিষ্টারে স্বাক্ষরসহ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবেন। ট্যাগ অফিসার সার বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

৯.৮ ডিলারগণ পরবর্তী মাসের সার উত্তোলনের পূর্বেই পূর্ববর্তী মাসের উত্তোলনকৃত সার এলাকায় পৌঁছানো ও বিতরণ সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। প্রত্যয়ণপত্র জমা প্রদান করা না হলে পরবর্তী মাসের সার সরবরাহ বন্ধ থাকবে এবং এর জন্য এলাকায় সারের কোন সংকট সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ দায়ী থাকবেন। বিসিআইসি/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সারের মূল্য কারখানা/বাফার গোডাউনে জমা দিতে হবে।

৯.৯ প্রাপ্যতা থাকা সাপেক্ষে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোটার ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ইত্যাদি সার বিসিআইসি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে।

৯.১০ ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ শূন্য হলে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই উপজেলাধীন পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারকে ঐ ইউনিয়ন/পৌরসভার বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

৯.১১ খুচরা বিক্রেতা সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য নির্ধারিত ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করবেন। তবে ঐ ডিলারের কাছে পর্যাপ্ত সার মজুদ না থাকলে তাঁর অনুকূলে ইস্যুকৃত আইডি কার্ডের মাধ্যমে উপজেলার অন্য যে কোন ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করতে পারবেন।

১০। **<u>খুচরা বিক্রেতা নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ</u>**

১০.১ খুচরা সার বিক্রয়ের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস থেকে একটি আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে ।

১০.২ আইডি কার্ড সংগ্রহের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক এবং দুই কপি স্ট্যাম্প আকৃতির ছবিসহ "সভাপতি, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি" বরাবর আবেদন পত্র উপজেলা কৃষি অফিসে জমা প্রদান করতে হবে।

১০.৩ আইডি কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফি ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। উক্ত ফি'র অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

১০.৪ উপজেলা কৃষি অফিস খুচরা সার বিক্রেতা হতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছায়ের জন্য এ সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে।

১০.৫ খুচরা বিক্রেতা যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিত ভাবে একটি **"খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটি"** গঠিত হবেঃ

১.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান		-	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ		-	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ২ জন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি	উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১জন ইমাম	উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে অবস্থিত সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ জন প্রধান শিক্ষক (যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকে সেক্ষেত্রে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)	উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক মনোনীত)		-	সদস্য

- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

<u>কমিটির কার্যপরিধিঃ</u>

১। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রাপ্ত খুচরা সার বিক্রেতা হতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের আবেদন যাচাই-বাছাই করা।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক খুচরা সার বিক্রেতা নির্বাচন এবং তাদের অনুকূলে খুচরা সার বিক্রয়ের আইডি কার্ড ইস্যুর জন্য উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করা।

১০.৬ চূড়ান্তভাবে খুচরা বিক্রেতা নির্বাচনের ঘোষণা প্রদানের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিস অকৃতকার্য আবেদনকারীদের আবেদন ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করবে।

১১। কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ প্রক্রিয়া

১১.১ ডিলারদের নিকট হতে সার সংগ্রহ করে খুচরা বিক্রেতা কৃষকের নিকট সার বিক্রয় করবেন।

১১.২ খুচরা বিক্রেতা, কোন ডিলারের নিকট থেকে, কি পরিমাণ সার, কবে, ক্রয় করেছেন তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে। খুচরা বিক্রেতা হিসেবে আইডি কার্ড গ্রহণ ছাড়া কেহ খুচরা সার বিক্রয় করতে পারবেন না। একজন খুচরা বিক্রেতা একটি মাত্র আইডি কার্ডের অধিকারী হতে পারবেন।

১১.৩ কৃষক ডিলার বা খুচরা বিক্রেতার নিকট থেকে সরাসরি যে কোন পরিমাণ সার ক্রয় করতে পারবে।

১১.৪ ডিলারও কৃষকের নিকট খুচরা সার বিক্রয়ে বাধ্য থাকবে।

১১.৫ ডিলার বা খুচরা বিক্রেতা কেহই অনুমোদিত উৎস ব্যতিত অন্য কোন উৎস থেকে সার সংগ্রহ করতে বা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না।

১১.৬ এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় স্থানান্তরযোগ্য নয়। তবে জরুরী প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অন্য উপজেলায় সার স্থানান্তর করা যাবে।

১২। অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

১২.১ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট হতে ডিলারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অথবা চুক্তিভঙ্গের কারণে ডিলারশীপ বাতিলের বা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পাওয়া গেলে বিসিআইসি জেলা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করবে। তবে জেলা কমিটি এ ধরণের কোন সুপারিশ প্রণয়ণের পূর্বে অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ বিসিআইসির নিকট ডিলারশীপ বাতিলের সুপারিশ করার পূর্বে তা ডিলারকে অবহিত করা হবে এবং ডিলার আপিল করতে ইচ্ছুক হলে তা ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১২.৩ একই অর্থবছরে পরপর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে সর্বমোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে জেলা সার ও বীজ মনিটিরিং কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশীপ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন। **এ ক্ষেত্রে ১২.১** বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না।

১২.৪ তদারকী কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংঘঠিত কোন অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে বা ডিলার, কর্তৃপক্ষের কোন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোন বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিলে ডিলারের ডিলারশীপ ও বরাদ্দ স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সর্তক করে দেয়া সহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক গ্রহণ করতে পারবে। তবে পরবর্তীতে এ ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে **১** (এক) মাসের মধ্যে তা নিস্পত্তি বা অনুচ্ছেদ **১২.১** ও **১২.২** অনুসরণে ডিলারশীপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। নীতিমালার পরিধি

বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত ও আমদানীকৃত ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি, এসএসপি এবং বিএডিসি ও বেসরকারী আমদানিকারক কর্তৃক আমদানীকৃত নন-ইউরিয়া সার এই নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৪। ডিলারশীপ প্রত্যাহার/ বাতিল

১৪.১ বাৎসরিক চুক্তি সমাপ্তিতে পারফর্মেন্স বিবেচনায় পুনঃনবায়ন না হলে ডিলারশীপের অবসান ঘটবে। কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোন পক্ষ ৩ (তিন)মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশীপ অবসান করতে পারবেন। এছাড়া সার বিতরণ ও ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যে কোন সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশীপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন।

১৪.২ কোন ব্যক্তি একটির বেশী ডিলারশীপের জন্য যোগ্য হবেন না। ডিলারশীপ অনুমোদনের পর এ ধরণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সকল ডিলারশীপ বাতিল হবে।

১৫। বিদ্যমান বিক্রয় প্রতিনিধি ও ডিলারের অবস্থান

১৫.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সকল বিক্রয় প্রতিনিধির নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিক্রয় প্রতিনিধি এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্ব দিনের সারের মজুদ ডিলারের নিকট হস্তান্তর করবে। এক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে জন্য ডিলার পূর্ব থেকে বিক্রয় প্রতিনিধির সরবরাহ সীমিত করবে যাতে নীতিমালা কার্যকর হওয়ার মূহুর্তে প্রতিনিধির নিকট উল্লেখযোগ্য কোন মজুদ না থাকে।

১৫.২ পূর্বের নিয়োগকৃত সার ডিলারগণের যাদের এ নীতিমালার আলোকে ডিলার নিয়োগের সকল যোগ্যতা (অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত) বিদ্যমান, নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাদের ডিলারশীপ নবায়ন ও সমন্বয় করা হবেঃ

১৫.২.১ উপজেলায় নিয়োজিত সকল ডিলারকে যথাসম্ভব উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহে সমন্বয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিয়নে একজন করে ডিলার সমন্বয়ের পর ডিলার সংখ্যা বেশী হলে ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্য ডিলার সমন্বয় করা যাবে;

১৫.২.২ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নে নিয়োজিত একজন ডিলার যদি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা হন এবং সেখানে তাঁর গুদাম থাকে তবে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেন;

১৫.২.৩ যদি কোন ডিলার বর্তমান কোন ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকেন কিন্তু তিনি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা নন তবে সেখানে তাঁর গুদাম আছে সেক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবেন;

১৫.২.৪ কোন ইউনিয়নে নিয়োজিত একজন ডিলার যদি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা হন এবং সেখানে তাঁর কোন গুদাম না থাকে তবে তিনি তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবেন; তবে তাঁকে যথাসত্বর গুদামের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫.২.৫ যে সকল ক্ষেত্রে বর্তমান দায়িত্বে থাকা কোন ডিলার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা নন এবং তাঁর কোন গুদামও নেই সেক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ইউনিয়ন ও ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্য ডিলার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

১৫.২.৬ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ডিলার সমন্বয় সম্পর্কিত কোন সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে তা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

১৫.২.৭ উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক ডিলারদের একজন করে ইউনিয়নভিত্তিক সমন্বয়ের পরও জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ডিলার উদ্বৃত্ত থাকলে ইউনিয়নে একাধিক ডিলার নিয়োজিত করে তাদেরকে ইউনিয়নের অংশবিশেষের জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপজেলা কমিটি উদ্বৃত্ত ডিলারদের জেলাস্থ অন্য উপজেলার ইউনিয়নে সমন্বয়ের জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে;

১৫.২.৮ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জেলার সকল উপজেলায় ডিলার নিয়োগ ও সমন্বয়ের বিষয়টি তদারকি করবে, কোন উপজেলার উদ্বৃত্ত ডিলারদের অন্য উপজেলায় সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জেলার বাসিন্দা যারা অন্য জেলায় ডিলার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের নিজ জেলা/উপজেলায় সমন্বয়ের আবেদন (অনুঃ ১৫.৩ অনুসারে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করবে;

১৫.২.৯ জেলার সকল উপজেলা এবং উপজেলার সকল ইউনিয়নে ডিলার সমন্বয়ের পরও যদি কোন ইউনিয়ন শূন্য থাকে তবে সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২,৪ ও ৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক নতুন ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৩ জেলার বাসিন্দা না হওয়ার কারণে সে সকল ডিলার তার দায়িত্বরত জেলায় ডিলারশীপ নবায়নের অযোগ্য হবেন তারা যে জেলার বাসিন্দা সে জেলায় একটি মাত্র উপজেলার বিপরীতে সমন্বয়ের আবেদন করতে পারবেন। তাঁকে আবশ্যিকভাবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত আবেদনটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করবেন। তবে, তাঁর আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলার ডিলার সমন্বয় কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পৌঁছাতে হবে।

১৬। নীতিমালার কার্যকারীতা

১৬.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯, ১ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। জারীর তারিখ থেকে এ নীতিমালায় উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬.২ ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি ও সার বিতরণ সম্পর্কিত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইতোপূর্বে জারীকৃত পদ্ধতি/নীতিমালার আওতায় সম্পাদিত কাজ যথানিয়মে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৭। ব্যাখ্যার এখতিয়ার

এই নীতিমালার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন বা পরিমার্জন করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব**)**
উপ-প্রধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি অর্থনীতি গবেষণা (এইআর) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং কৃষি/এইআর/৫৯৯/২০০৯/৬৮৯ তারিখঃ ০২ আগষ্ট ২০০৯ খ্রিঃ
১৮ শ্রাবণ ১৪১৬ বঃ

বিষয়ঃ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা ঃ ২০০৯

কৃষকের নিকট যথাসময়ে সারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির অনুমোদনক্রমে "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালাঃ২০০৯" প্রণয়ণ করা হয়েছে। এ নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টসমূহ নিম্নরূপঃ

- খুচরা সার বিক্রেতার প্রবর্তন;
- খুচরা সার বিক্রেতাদের আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা;
- ডিলারের বিক্রয় প্রতিনিধি বিলুপ্ত;
- ইউনিয়নভিত্তিক ডিলার নিয়োগ;
- জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে ডিলারশীপ সীমাবদ্ধ রাখা; এবং
- ডিলার নিয়োগে অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করে দেয়া।

২। "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা ঃ ২০০৯" আগামী ১ অক্টোরব ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা জন্য কতিপয় পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

(ক) যেহেতু জেলার বাসিন্দা পুরাতন ডিলারদের সংশ্লিষ্ট জেলার ইউনিয়নের বিপরীত সমন্বয় করা হবে এবং যে সকল ডিলার জেলার বাসিন্দা নন তাঁরা যে জেলায় বসবাস করেন সে জেলায় সমন্বয়ের সুযোগ পাবেন, সেহেতু সর্বপ্রথমে জেলায় বসবাসরত ও জেলার বাইরে বসবাসরত ডিলারদের চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। অতঃপর জেলায় বসবাসরত ডিলারদের নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী ইউনিয়ন বা ইউনিয়নের অংশবিশেষের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ (assign) করে ডিলারশীপ নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলার বাইরে বসবাসরত ডিলারদেরকে তাদের নিজ জেলায় সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সকল ব্যবস্থা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) সার খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক বিক্রেতার একটি আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। এ কার্ড কেন্দ্রীয়ভাবে শিল্প মন্ত্রণালয় মূদ্রণ করে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নীতিমালায় বর্ণিত নিদের্শনা অনুসরণপূর্বক খুচরা বিক্রেতা বাছাই প্রক্রিয়াও ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) খুচরা বিক্রেতা যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি "খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটি" গঠিত হবে । উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অবিলম্বে উক্ত কমিটি গঠণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং কমিটি গঠণের আদেশ জারী করবেন।

(ঘ) এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সকল বিক্রয় প্রতিনিধির নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে জন্য ডিলার পূর্ব থেকে বিক্রয় প্রতিনিধির সরবরাহ সীমিত করবে যাতে নীতিমালা কার্যকর হওয়ার মূহুর্তে প্রতিনিধির নিকট উল্লেখযোগ্য কোন মজুদ না থাকে।

৩। নীতিমালাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moa.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালা সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৯৫৭০০৪৩ বা ৭১৬৪২৩২ নম্বরে যোগাযোগ করা জানা যাবে।

৪। নীতিমালার কপি এতদসংগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হয়ে প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব)
উপ-প্রধান
ফোনঃ ৭১৬৪২৩২
(অঃ পৃঃ দ্রঃ...)

নং কৃষি/এইআর/৫৯৯/২০০৯/৬৮৯(২০০০) তারিখঃ ০২ আগষ্ট ২০০৯ খ্রিঃ / ১৮ শ্রাবণ ১৪১৬ বঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

(১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
(২) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
(৪) চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
(৫) বিভাগীয় কমিশনার (সকল) , ...
(৬) মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত নীতিমালার ৭নং অনুচ্ছেদের ১১ নং ক্রমিক এবং ৮ নং অনুচ্ছেদের ১৭ নং ক্রমিকের অনুসারে কমিটি দুইটির বীজ সংক্রান্ত কার্যপরিধি জারী করার ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ করা হলো)।
(৭) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ (সকল অঞ্চল), ...
(৮) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (সকল), ...
(৯) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ও সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (সকল), ...
(১০) চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) ....
(১১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ....
(১২) উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল) ....
(১৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন, ৬৭ নয়া পল্টন (সিটি হার্ট ভবন), ঢাকা।
(১৪) জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শক (NIMA), আইএসইউ প্রকল্প, কৃষি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

(১) মাননীয় সংসদ সদস্য (সকল), ..., জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(২) সচিব, স্বরাষ্ট্র/মৎস ও পশু সম্পদ/অর্থ/শিক্ষা/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা/ধর্ম/স্থানীয় সরকার/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়/বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
(৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্, পিলখানা, ঢাকা।
(৫) মহাপরিচালক, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা
(৬) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
(৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
(৮) নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
(৯) পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
(১০) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
(১২) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৩) মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
(১৪) সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব)
উপ-প্রধান

পরিশিষ্ট -ক

ডিলারের কার্যক্রম মূল্যায়ন (পারফরমেন্স) ছক

জেলার নাম.. .. .. মাস .. ..

(পরিমাণ মেট্রিক টনে)

উপজেলার নাম	ডিলার সংখ্যা	সারের নাম	বরাদ্দকৃত সারের পরিমাণ	উত্তোলিত সারের পরিমাণ	উপজেলায় পৌঁছানোর পরিমাণ	অনুত্তোলিত সারের পরিমাণ	বিক্রিত সারের পরিমাণ	মাস শেষে মজুদ	উপজেলায় সার না পৌঁছানো হলে উহার কারণ	অনুত্তোলিত থাকলে উহার কারণ	মন্তব্য
		ইউরিয়া (মিল)									
		ইউরিয়া (বাফার)									
		টিএসপি (বেসরকারী)									
		টিএসপি (বিএডিসি)									
		টিএসপি (বিসিআইসি)									
		এমওপি (বেসরকারী)									
		এমওপি (বিএডিসি)									
		ডিএপি (বিসিআইসি)									
		ডিএপি (বেসরকারী)									
		ইউরিয়া (মিল)									
		ইউরিয়া (বাফার)									
		টিএসপি (বেসরকারী)									
		টিএসপি (বিএডিসি)									
		টিএসপি (বিসিআইসি)									
		এমওপি (বেসরকারী)									
		এমওপি (বিএডিসি)									
		ডিএপি (বিসিআইসি)									
		ডিএপি (বেসরকারী)									

পরিশিষ্ট -গ

খুচরা সার বিক্রেতার রেজিস্টারে তথ্য ছকের নমুনাঃ

ক্রয়ের তারিখ	সারের নাম ও বিবরণ	পরিমাণ (কেজি/মে.টন)	ডিলারের নাম	ডিলারের পক্ষে স্বাক্ষর ও সিল

শিষ্ট -খ

স্ট্যাম্প আকৃতির
ছবি
(ছবির উপরে অফিস সিল দিতে হবে)

খুচরা সার বিক্রেতার
আইডি কার্ড

ক্রমিক নং [ ] কার্ড প্রদানের তারিখঃ [ ]

খুচরা বিক্রেতার নাম ঃ ....

পিতার নামঃ...

ব্লকঃ ....গ্রামঃ...................... ওয়ার্ডঃ .... ইউনিয়.................

উপজেলাঃ... জেলাঃ ....

দোকানের অবস্থানঃ ....

উপজেলা কৃষি অফিসার
ও
সদস্য সচিব, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

(অপর পৃষ্ঠার শর্তাবলী দ্রষ্টব্য)

শর্তাবলীঃ

- এই কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- অনুমোদিত ডিলার বা অনুমোদিত উৎস ব্যতিত বাহক অন্য কোন উৎসের সার বিপণন/সংরক্ষণ করতে পারবেন না।
- সার সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/বিধিমালা বা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করলে অথবা অনুমোদিত/ভেজাল সার বিপণন করলে কর্তৃপক্ষ এ কার্ড বাতিল সহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা করতে পারবে।
- কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এই কার্ড বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।